রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৫/২০২২ তারিখ: ০৪.০৯.২০২২

বিষয়: ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।

১.০০ ভূমিকা:

রাজাশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক দেশের উত্তর-পশ্চিমঞ্চল তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড, সিএমএসএমই, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকান্ডসহ বহুবিধ খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণসমূহ যথাসময়ের মধ্যে আদায় করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ে। শ্রেণীকৃত ঋণ একদিকে যেমন non-performing asset এ পরিণত হয় অপরদিকে, ব্যাংকের প্রভিশনজনিত ক্ষতি বৃদ্ধি করে। এতদপ্রেক্ষিতে ব্যাংক কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য, বন্যা, মহামারী, অতিবৃষ্টি, খরা, অর্থনৈতিক মন্দা, বাজার ব্যবস্থা, উদ্যোক্তার অদক্ষতা, ঋণ পরিশোধে উদ্যোক্তার অনিহাসহ বহুবিধ কারণে বিতরণকৃত সকল ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় সম্ভব হয় না। শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ বিশেষত মন্দমানে শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ গ্রহণযোগ্য কারণ বিবেচনাপূর্বক পুন:তফসিল সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিয়মিত রাখা হয়। এতদবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিপালন করে এ ব্যাংকে শ্রেণীকৃত ঋণ পুন:তফসিল করা হয়ে থাকে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এ ০৯.১০.২০১২ তারিখে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার নম্বর ৫/২০১২ কার্যকর রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে গত ১৮-০৭-২০২২ তারিখে ঋণ পুন:তফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬ জারী করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে ০৩.০৮.২০২২ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩ জারীর মাধ্যমে গত ১৮-০৭-২০২২ তারিখে ঋণ পুন:তফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলা নং- ১৬ এর সংশোধনী আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-১৬/২০২২, তারিখ: ১৮.০৭.২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩, তারিখ: ০৩.০৮.২০২২ এর অনুবৃত্তিক্রমে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৫৫২ তম সভার (তারিখ:২৮.০৮.২০২২) সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ এবং ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিম্নরুপ নীতিমালা জারী করা হলো:

২.০০ ঋণ পুন:তফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা:

০১. **নীতিমালার শিরোনাম:** : **ঋণ পুন:তফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।**

০২. পুন:তফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন আবেদন : (ক) শ্রেণীকৃত ঋণ (নিম্নমান, সন্দেহজনক এবং মন্দ শ্রেণী মানের ঋণ) পুন:তফসিলের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার লিখিত আবেদন (সংযোজনী-'ক' মোতাবেক) গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃত: স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্য কোন প্রকার ঋণ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার লিখিত আবেদন গ্রহণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-০২)

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৫/২০২২ তারিখ: ০৪.০৯.২০২২

বিষয়: ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।

০৩. **ডাউন পেমেন্ট :**

(ক) ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নগদ ডাউন পেমেন্ট এর হার হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির				মোট বকেয়া ঋণের			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৭%	৭%	৮%	৯%	৪.৫০%	৪.৫০%	৫.৫০%	৬.৫০%
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৬%	৬%	৭%	৮%	৩.৫০%	৩.৫০%	৪.৫০%	৫.৫০%
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫%	৫%	৬%	৭%	২.৫০%	২.৫০%	৩.৫০%	৪.৫০%
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	-	-	-	-	৪.০০%	৪.০০%	৫.০০%	৬.০০%
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	-	-	-	-	৩.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়	৩.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়	৪.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়	৫.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	-	-	-	-	২.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়	২.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়	৩.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়	৪.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়

(খ) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি ও মোট বকেয়া ঋণের বিপরীতে বর্ণিত শতকরা হারে হিসাবকৃত মোট পরিমাণের মধ্যে যেটি কম তা ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট আদায়ের শর্ত আরোপ করা যাবে না। ঋণগ্রহীতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট এর হার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) কোন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট নগদে প্রদানপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন সংযোজনী-'ক' মোতাবেক করলে আবশ্যিকভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের ০৩ (তিন) মাস সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন গ্রাহক কর্তৃক চেক, পে অর্ডার বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদান করা হলে উক্তরূপ ইনস্ট্রুমেন্ট নগদায়নের পর পুনঃতফসিলিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

(ঙ) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়মিত কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত কোন অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে, পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংক-কে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

(চলমান পাতা-০৩)

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৫/২০২২ তারিখ: ০৪.০৯.২০২২

বিষয়: ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।

০৪. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও মেয়াদ :

৪.১ শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে শিল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে। ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করার পরও ঋণ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে শাখা/জোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে। কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণ অন্য কোন ব্যাংক কর্তৃক টেকওভার করা হলে টেকওভারকৃত ঐ ঋণে পূর্ববর্তী ব্যাংকের পুনঃতফসিলিকরণ ক্রম প্রযোজ্য হবে।

৪.২ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর	৬ বছর	৫ বছর	৪ বছর
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৭ বছর	৭ বছর	৬ বছর	৫ বছর
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৮ বছর	৮ বছর	৭ বছর	৬ বছর
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	৫ বছর	৫ বছর	৪ বছর	৩বছর
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর	৬ বছর	৫ বছর	৪ বছর
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৭ বছর	৭ বছর	৬ বছর	৫ বছর

৪.৩ কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
কৃষি ঋণ	পরিমাণ নির্বিশেষে	৩ বছর	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস
ক্ষুদ্র ঋণ	পরিমাণ নির্বিশেষে	৩ বছর	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস

৪.৪ ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড ০৬ মাস হবে। তবে, গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় উক্ত গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর নির্ধারণ করা যাবে।

৪.৫ পুনঃতফসিলের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণ যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিলের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিত স্মারকে এবং সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ থাকতে হবে।

০৫. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন:

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই এবং তা ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সার্কুলারের ৫.১ হতে ৫.৩ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

৫.১ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন ক্ষমতা হবে নিম্নরূপ:

ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	**ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন কর্তৃপক্ষ**
শাখা ব্যবস্থাপক	জোনাল ব্যবস্থাপক
জোনাল ব্যবস্থাপক	বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মহাব্যবস্থাপক পরিচালন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মহাব্যবস্থাপক পরিচালন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পরিচালনা পর্ষদ
পরিচালনা পর্ষদ	পরিচালনা পর্ষদ

* উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবর্তমানে মহাব্যবস্থাপক পরিচালন ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন করবেন।

(চলমান পাতা-০৪)

বিষয়: ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।

৫.২ পুনঃতফসিলিকরণ যে কোন পর্যায়ের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হোক না কেন, বিষয়টি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৫.৩ কৃষি, কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ঋণ যে পর্যায়েই অনুমোদিত হোক না কেন ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

০৬. **পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় :**

পুনঃতফসিলিকরণ পরবর্তীতে আসল এবং সুদ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ছয়টি মাসিক অথবা দুইটি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সরাসরি মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে।

০৭. নিয়মিত মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠনের (Restructuring) ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি:

৭.১ নিয়মিত (অশ্রেণিকৃত: স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্য কোন প্রকার ঋণ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) এর বিদ্যমান অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে। কোন ঋণ হিসাবকে ঋণের মেয়াদের মধ্যে শুধুমাত্র একবার এরূপ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান করা যাবে।

৭.২ কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে।

৭.৩ পুনঃতফসিলকৃত কোন ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে না।

০৮. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম compromised amount আদায়ঃ

৮.১ বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক এ সার্কুলারের আওতায় ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ৩% (রপ্তানিকারক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ২%) compromised amount নগদে আদায় সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতাকে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং ঋণগ্রহীতার বিদ্যমান ঋণসীমা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, নতুন ঋণ মঞ্জুরী বা ঋণসীমা বৃদ্ধির পূর্বে গ্রাহক প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মর্মে ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, দীর্ঘদিনের পুরাতন খেলাপি ঋণগ্রহীতাদেরকে নতুন ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৮.২ সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ৮.১ এ বর্ণিত হারে compromised amount প্রদানপূর্বক পুনঃতফসিলকৃত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে কোন গ্রাহক অন্য ব্যাংক হতে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

০৯. **ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পরিপালনযোগ্য নির্দেশনাসমূহ:**

৯.১ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে ঋণ শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে হবে।

৯.২ যে সকল গ্রাহক আর্থিকভাবে দুরবস্থায় রয়েছে অথবা গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে যাতে নিয়মমাফিক পুনঃতফসিলিকরণ বা পুনঃপুনঃ পুনঃতফসিল পরিহার করতে হবে।

৯.৩ অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক পুন:তফসিলযোগ্য ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা সতর্কতার সাথে যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক ঋণ পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করতে হবে। পুন:তফসিলযোগ্য ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা নাই এমন ঋণ গ্রহীতাদের কোনভাবেই পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

(চলমান পাতা-০৫)

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৫/২০২২ তারিখ: ০৪.০৯.২০২২

বিষয়: ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।

৯.৪ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসাস্থল শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনঃতফসিলতব্য দায় পরিশোধের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

৯.৫ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা তিনি একজন অভ্যাসগত ঋণ খেলাপি হলে তার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হবে না; বরং উক্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৬ জাল-জালিয়াতি বা অন্য কোন ধরণের প্রতারণা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

৯.৭ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের দায় বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহকের সামগ্রিক ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

৯.৮ ঋণগ্রহীতার নগদ প্রবাহের প্রক্ষেপন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে শাখা/জোন/ঋণ মঞ্জুরিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৯ তলবী ঋণ, চলমান ঋণ বা মেয়াদী ঋণ বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এ জাতীয় ঋণসমূহকে একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে না। তবে, একই প্রকৃতির একাধিক ঋণ হিসাবকে (পুনঃতফসিলের ক্রয় একই হওয়া সাপেক্ষে) একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে।

৯.১০ শাখা ক্রেডিট কমিটি, জোনাল ক্রেডিট কমিটি, বিভাগীয় ক্রেডিট এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক লিখিতভাবে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করতে হবে। পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ সহজতর হওয়া সাপেক্ষে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধকরণসহ যে সকল বিষয় বিবেচনায় ঋণের অর্থ আদায় হবে মর্মে ক্রেডিট কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে তা উক্ত প্রত্যয়নপত্রে বিধৃত করতে হবে। এছাড়া, শাখার/জোনের তারল্য অবস্থা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্যতার উপর পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাব সম্পর্কেও উক্ত প্রত্যেয়নপত্রে ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৯.১১ সার্কুলারের ৯.১ হতে ৯.১০ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা ও ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাস্তবসম্মত/যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট শাখা/জোন/ঋণ মঞ্জুরিকারী কর্তৃপক্ষ ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে শাখা/জোন সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।

১০. বিশেষ নির্দেশনাবলীঃ

১০.১ শ্রেণিকৃত কোন ঋণ এ সার্কুলার জারির পূর্বে ৪(চার) বা ততোধিক বার পুনঃতফসিলকৃত হলে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ হিসাবটি সর্বশেষ একবার পুনঃতফসিল করা যাবে যা ৪র্থ বার হিসেবে গণ্য হবে। **৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এরূপ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ থাকবে।**

১০.২ ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও কোন ঋণ খেলাপি হয়ে পড়লে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে অর্থ ঋণ আদালত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশি, দেউলিয়া আদালত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আদালতে মামলা দায়েরসহ যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে, শ্রেণীকৃত কোন ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ব্যতিরেকে কিংবা পুনঃতফসিলিকরণের যে কোন পর্যায়ে বর্ণিত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

১০.৩ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি হতে পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর লক্ষ্যে ঋণপত্র খোলা/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট কোন তলবী ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য হবে না। এ ধরণের ঋণ অবিলম্বে আদায়/সমন্বয় করতে হবে।

(চলমান পাতা-০৬)

ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৫/২০২২ তারিখ: ০৪.০৯.২০২২

বিষয়: ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন নীতিমালা।

১০.৪ এ সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপিত নোটসহ ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক এবং সভার কার্যপত্রে সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকের আর্থিক সামর্থ্য, সুবিধা প্রদানের পর ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য প্রবাহের প্রক্ষেপন প্রভৃতি বিষয়াদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক due diligence যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৫ 'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' এবং 'ব্যাংক পরিচালক' সংশ্লিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ অথবা পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬গ ও ২৭ ধারা এবং উক্ত ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১১. পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণীমান, সংস্থান ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনা:

১১.১ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে খেলাপি ঋণ এবং গ্রাহককে খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও শাখা/জোন নিজস্ব বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন বিরূপ শ্রেণীমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারবে।

১১.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনকালে যাচাইয়ের লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক পুনঃতফসিল সংশ্লিষ্ট নথি ও দলিলাদি শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পুনঃতফসিল উত্তর যে কোন ঋণ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিদর্শনকালে পুনঃতফসিলিকরণের সকল শর্ত পরিপালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শ্রেণীকরণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

১১.৩ পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং পুনঃতফসিল পরবর্তী আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। উপরন্তু, মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত ঋণ ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশন ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

১২. রিপোর্টিং:

১২.১ পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করতে হবে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবসমূহকে সিআইবিতে যথাক্রমে RS-1, RS-2, RS-3 ও RS-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। সুদ মওকুফপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা হলে সেক্ষেত্রে যথাক্রমে RSIW-1, RSIW-2, RSIW-3 এবং RSIW-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

১২.২ পুনঃতফসিল এর ক্রম সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে এবং সিএল ফর্মে মঞ্জুরীর তারিখ/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিলিকরণ কলামে RS-1/RS-2/RS-3/RS-4 অথবা RSIW-1/ RSIW-2/ RSIW-3/RSIW-4 হিসেবে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১২.৩ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের ত্রৈমাসিক বিবরণী (সংযোজনী-'খ' মোতাবেক) প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদিসহ হালনাগাদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

১২.৪ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ১৯ মে ২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে, এই সার্কুলার জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রহিতকৃত সার্কুলারদ্বয়ের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম বৈধ মর্মে গণ্য হবে।"

(চলমান পাতা-০৭)

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অনুমোদনক্রমে-

০৪/৯/২০২২

(শওকত শহীদুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

সূত্র নং-প্রকা/ঋওঅবি-১/২৩৭(পুনঃতফসিল)/২০২২-২০২৩/১৯০(৪৫৪) তারিখ: ০৪.০৯.২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, পর্ষদ সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৫। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি বিভাগ, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী-কে সার্কুলারটি রাকাব ওয়েব পেজ এ আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৯। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১১। ব্যবস্থাপক (উপ-মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে), রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা।
১২। প্রকল্প পরিচারক, এসইসিপি, সিপিও, বিসিক ম্যাচ ফ্যাক্টরির মোড়, সপুরা, রাজশাহী।
১৩। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৪। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৫। অফিস নথি/মহানথি।

০৪.০৯.২০২২

(মোঃ রেজাশাহ ওমর চৌধুরী)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

সংযোজনী- 'খ'

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১
.....তারিখ ভিত্তিক তথ্য

(ক) ব্যাংকের মোট পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

(কোটি টাকায়)

ক্রম	মোট পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিককে পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১					
২					

(খ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ এবং চলমান ও তলবী ঋণের ক্ষেত্রে ৫০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের TIN1 এবং প্রযাজ্য ক্ষেত্রে BIN2	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মঞ্জুরীকালীন ঋণের প্রকৃতি (চলমান, তলবী, মেয়াদী ইত্যাদি)	কত তম পুনঃতফসিল (১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি)	ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ		মন্তব্য
								পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১										
২										

1TIN-Tax Identification Number, 2BIN-Business Identification Number

(গ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN)	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	বিদ্যমান ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	পুনর্গঠিত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	পুনর্গঠিত ঋণের মেয়াদকাল	ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে)		মন্তব্য
							পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১									
২									

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

শাখার নাম:

জোনের নাম:

সংযোজনী 'ক'

পত্র নং-

তারিখ:

বিষয়: ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে রাকাব, ---- জোনের, ----- শাখার ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠান ----- , প্রোপাইটর ---- এর ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত একটি আবেদন পাওয়া গেছে। ঋণ হিসাবের উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি নিম্নরূপ:

০১. শাখা ও জোনের নাম :

০২. ঋণ হিসাব নং :

০৩. আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) :

০৪. আবেদনের তারিখ :

০৫. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

০৬. ভোটার আইডি নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে) :

০৭. ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ :

০৮. মূল ঋণের পরিমান :

০৯. ঋণের উদ্দেশ্য/ খাত :

১০. প্রকল্প/ব্যবসার বর্তমান অবস্থা (চালু/বন্ধ) :
(বন্ধ হলে বিস্তারিত বর্ননা)

১১. মঞ্জুরিকৃত ঋণের তথ্য (প্রকল্প/চলতি পুঁজি) :

ঋণ মঞ্জুরির		ঋণ বিতরণের		মোট আদায়	বর্তমান ঋণ স্থিতি	প্রথম শ্রেণীকৃত হওয়ার তারিখ	বর্তমান শ্রেণীমান
তারিখ	পরিমাণ	তারিখ	পরিমাণ				

১২. ঋণের দেয় তারিখ :

১৩. ঋণের পরিশোধসূচি (প্রকল্প/ চলতি পুঁজি) :

১৪. ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত হওয়ার তারিখ ও কারণ

১৫. মামলা হয়ে থাকলে তার সর্বশেষ অবস্থা :
(মামলা দায়ের ও সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

১৬. ক) মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির পরিমাণ (মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে) :

খ) মোট বকেয়া ঋণ :

গ) ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ :

১৭. ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ :

১৮. পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংক-কে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ যা ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য হবে (প্রমাণকসহ) :

১৯. ঋণগ্রহীতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় ডাউন পেমেন্টের হার :

২০. ডাউন পেমেন্ট প্রদানের প্রকৃতি (নগদ/চেক, পে-অর্ডার বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্ট) এবং নগদায়নের তারিখ :

২১. ইতোপূর্বে সুদ মওকুফ করা হয়েছে কি না? হলে তারিখ ও মওকুফের পরিমাণ :

২২. ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসিল সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রঃ নং	পুনঃতফসিল এর তারিখ	পুনঃতফসিকৃত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিশোধ সূচি	কিস্তি খেলাপির সংখ্যা ও পরিমাণ	খেলাপির তারিখ	বর্তমান ঋণ স্থিতি	পুনঃতফসিলের পর পুনরায় খেলাপি হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ
১.							
২.							

(চলমান পাতা-০২)

২৩. প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণ :

২৪. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি অনুৎপাদনশীল খাতের কি না :

২৫. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক কি না :

২৬. ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা তিনি একজন অভ্যাসগত ঋণ খেলাপি কিনা :

২৭. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা:

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	ব্যবসা থেকে আয়	
২	জমি থেকে আয়	
৩	বাড়ি ভাড়া থেকে আয়	
৪	অন্যান্য আয়	
	মোট আয়:	

পুন:তফসিলকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য আয়ের উৎসঃ

মোট আয় হতে ঋণ গ্রহীতার পারিবারিক ও অন্যান্য খরচ অন্তে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধের সমপরিমান অর্থ অবশিষ্ট থাকতে হবে।

ঋণ গ্রহীতার কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত:

২৮. অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ গ্রহীতার দায় দেনার বিবরণ :

২৯. হালনাগাদ সিআইবি (CIB) তথ্য :

৩০. জামানতি সম্পত্তির বিবরণ (ঋণ মঞ্জুরির সময়কালীন) (লক্ষ টাকায়)

ক)

সম্পত্তির বিবরণ	বাজার মূল্য	তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য	নিরুপিত মূল্য
ক) ১.প্রকল্প ভূমি ২.			
খ) নির্মাণাদি			
গ) মেশিনারীজ/ যানবাহন			

জামানতি সম্পত্তির বিবরণ (হালনাগাদ) (লক্ষ টাকায়)

খ)

সম্পত্তির বিবরণ	বাজার মূল্য	তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য	নিরুপিত মূল্য
ক) ১.প্রকল্প ভূমি ২.			
খ) নির্মাণাদি			
গ) মেশিনারীজ/ যানবাহন			

৩১. ঋণ পুনঃতফসিলের প্রস্তাবিত পরিশোধ সূ চি :

৩২. শাখা ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

৩৩. শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

৩৪. জোনাল নিরীক্ষা কার্যালয়ের মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

৩৫. জোনাল ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

৩৬. জোনাল ব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

৩৭. বিভাগীয় ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

৩৮. বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ :
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে)